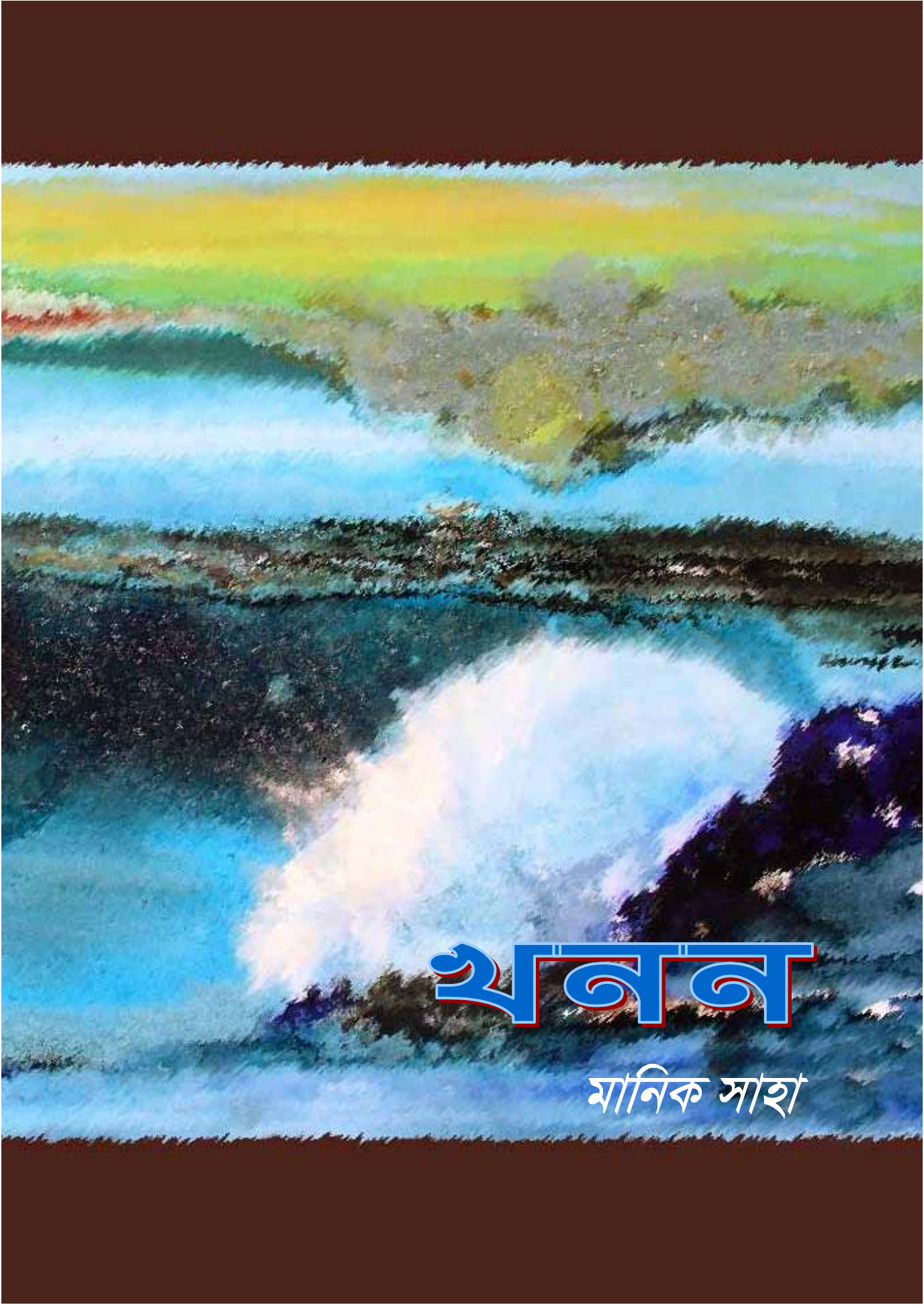

খনন
মানিক সাহা

খনন

মানিক সাহা



ওয়ার্ড নং- ০৫, বলরামপুর রোড
পো- দিনহাটা, জেলা- কোচবিহার, পিন- ৭৩৬১৩৫
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
মোবাইল- +৯১- ৯৭৪৯৮৪৮৩২১
Email- msahadta@gmail.com

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

উৎসর্গ
বাংলা ভাষা
এবং
কবিতার প্রেমিক প্রেমিকাদের...

খনন
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
মানিক সাহা

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৪
ফাল্গুন, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচি

পর্ব ১- ডিসেম্ –ডুয়ার্স	৬	১৮	**পর্ব ২- দেয়াল ঘড়ি**
পা টলছে	৭	১৯	দেয়াল ঘড়ি
ছোঁয়াছুঁয়ি	৮	২০	চুম্বন
আয়োজন	৯	২১	খনন
আড্ডা	১০	২২	অন্ত্যেষ্টি
হাঁটা পথে পাঁচ মিনিট	১১	২৩	সুপ্রভাত
টেবিল টক	১২	২৪	রঙ পেনসিল
চড়ুইবেতি	১৩	২৫	রঙিন কাঁচ
অনুশীলন	১৪	২৬	শর্টট্রিপ
কুরুক্ষেত্র	১৫	২৭	কাক
লুব্ধক	১৬	২৮	সংকেত
ডিফল্ট সেটআপ	১৭	২৯	নায়িকা

পর্ব ১- ডিসেম্- ডুয়ার্স

পা টলছে

রোদের চকমকি ফুটছে শাণিত রবিবারে।
বেলুনের সরগমে ইচ্ছেমত ডুবে যাচ্ছে সকাল
ও বাসের গালিচা।
আমাদের হাঁপ ধরে আসছে।
পিছনের জলপথ;
ছোপ ছোপ রঙিন কুয়াশা-
কেবিন জুড়ে বসে আছে
প্রেমিক- প্রেমিকা।

তার জলতালাপ গুন গুন ভাঙছে
গুণ গুণ গুণিতক গুঞ্জরনে।

ছোঁয়াছুঁয়ি

আমাকে বসিয়ে রেখে বাস ছুটতে শুরু করে-
তার পেটের ভেতর গোলাপ ফুটছে।
আমি তার সারা দেহে মাটি ছড়িয়ে দিই।

এরপর বাসটি ক্রমাগত
একটি হাতির গল্পের দিকে ঝুঁকে যায়।
পায়চারী করতে থাকা আদিবাসী কিশোরী,
কী ভেবে কে জানে,
হাতির গল্প থেকে বেড়িয়ে আসা
নতুন মাহুতের
বুকে চুমু খায়।

আয়োজন

আমাদের শিবির যথারীতি গান গাইতে শুরু করে।

রিনঝিন সন্ধ্যের আলোয় কিছু
অন্ধকার কুড়িয়ে রাখি। ব্যাগে ঢোকাই
তার চতুষ্কোণ প্রেমিক স্বর্গদ্বার।

আমি মোমো'র দোকান হাতে নিই।
সরে দাঁড়াতে হবে জেনেও
ঠোঁট একটু ফাঁক করি। চাঁদ
সেই ফাঁক দিয়ে অন্য একটি আকাশের দিকে হেঁটে যায়।

আড্ডা

হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরির সামনে এসে পরি।
খোলা ছাদ থেকে লাফিয়ে নামে
দু- একটি মানুষের মুখ। তাদের
রঙ করা প্রয়োজন।

স্কুলের গায়ে হিসু করে দেয় জ্যোৎস্নার ঠগ।

আমি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে স্পাইডারম্যান; পোশাকের
শরীর খুলে বেড়িয়ে আসি। এখনই
কবিতা পাঠ শুরু হবে।

হাঁটা পথে পাঁচ মিনিট

এযাবৎ যেসব কথা গর্ভবতী হয়েছে, তাদের
বুক থেকে ওড়না সরে গেছে।
চাদর সরে গেছে।
উদ্ধত বোঁটা খোঁচা দিচ্ছে বেলুনের গা'য়।

সিদ্ধার্থের জন্মের সময় এমনই ষড়যন্ত্র
করেছিল তার কাকী। অরণ্যে
তারা জমায়েত গাইছে
ফিরে ফিরে ফ্ল্যাশ জ্বলছে গাছের মৃদুতে।

টেবিল টক

রাত রীতিমত মাদকতার টুপি ছিনিয়ে নিয়েছে।
হ্যাঁ বলেছে বোতলের বর্তুল মুখ... ময়ূখ... পিশাচিনী...

ঘুমনোর আয়োজনে খুব বাওয়াল করবে বলে
লাইট জ্বলছে বুকের গহ্বরে, ফেরোমেনে।

কেনই বা সাইকেলের পিছু নিলে?
কেনই বা কমদামী চুল নিয়ে
বেড়িয়ে পরলে দ্রাব্যতার সূচক মাপতে?
কেন ক্রোমোজোম বানান ভুলে
ক্রমে জমিয়ে নিলে রেশমের
স্পর্শকাতর!
এর উত্তরে রাতের পাখিটি শুধু
চাঁদের যোনীর দিকে আঙুল ছুড়ে দেয়।

চড়ুইবেতি

চাঁদের কথা সরিয়ে দিয়ে কুয়াশায় একটি রাত ভেঙে যায়।
তার গাড়ি আসার সময় পার করে
অরণ্য হেঁটে হেঁটে আসে
হেঁটে হেঁটে হাটবার , খামারবাড়ি, মৌমাছির চাষ।

আমরা অরণ্যের দিকে ছুটে যাই।
লাটাগুড়ি রেসর্ট।
তাতে রোদ খেলা করে
আর, কবিতার জন্মান্তরে রোদগুলো আরও পাকা হয়।

অনুশীলন

কুয়াশা ঝেড়ে অনুভূতিকে
চকচকে করে নিই;
যেসব বোতলের মুখের কাছে এসে
মাঝরাত থমকে দাঁড়ায়
তাদের সন্তানের নাম ভয়।
কেবল ভয় ও ভির্মির

ফোঁটাগুলো জলরঙের শরীর খোঁজে।
মাই টিপে ভূমি লম্ব চক্রাকার
জলস্তম্ভ থেকে টুপ টুপ গড়িয়ে নামতে থাকে বেড়ালের ম্যাও

তার বুক পকেট থেকে চিঠি
উড়তে থাকা নদীদের জিনস
বাগানের ভেতরের জিভ টেনে
ধরে। চুমু খায়। উউউম্মম্ম...

কুরুক্ষেত্র

আমেরিকা ও খোবরেগেরের পালকে কূটনীতি ফুলে ওঠে।
পরিচারিকার প্রিয় ফুলগুলি যুগপৎ ভ্রমর ও ভ্রম
ব্যারিকেড ভেঙে অভিমান আপেল আপেল
গন্ধে ভুড়ভুড় ভিন- বাসে
মেধা মেকানিক লেমুজিন
ছেড়ে লতপত

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে গেঁজে যাওয়া
তাড়ি পান করি- নেকড়ে ও শেয়ালের
নখের আয়না নিয়ে কাগজের ফালি কেমোফ্লেজ
মস্তিষ্কে ঋতুগুলি, ধ্যানগুলি, চক্রাকারে ওঁ
ব্রহ্মায় নম:
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি হি...

লুব্ধক

কতদূর হাঁটতে পারলে অরণ্য
চিৎকারে সুফি নামবে
ধড়া চুড়ো ধরা পড়ার আগেই আশপাশ

প্রিজম বানিয়ে ভাঙবে গাছগুলি
গানগুলি বাগান থেকে সোজা স্নান
করতে যাবে বলেই এমন পোশাক

ভাঙাচোরা পার হতে আমাদের
সিম্ফনি কেটে যায়
কাটা জায়গায় সূর্যের দগদগে দাগ
বিবাহের রাত হয়ে জেগে থাকে

ডিফল্ট সেটআপ

কী এক জাদুমন্ত্রে কবিয়াল
জলসাঘর বানিয়ে নিল
ঘুম পেয়েছিল
বেমিসাল মেহফিল
ছিল। কিন্তু এখন নেই

যদি বা পালটে দেবার বটন থাকতো
সেক্টর ফাইভ হয়ে
পড়ে থাকতো অভিমানী বিকেল বেলা
মাঝরাতের মধ্যমা
অচেনা প্রেমিকার কাল্পনিক মিনিস্কার্ট ছুঁয়ে দেয়।

পর্ব ২- দেয়াল ঘড়ি

দেয়াল ঘড়ি

দেয়াল ঘড়ির কাঁটায় তিনটি রোগা শালিক বসে থাকে।

এখানে বলে রাখা উচিত যে শালিকগুলো আমার পোষা নয়।
ফলত: তারা নিজেদের খেয়ালেই দিনযাপন করে।
আমার চিঠি আসার ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

অনেক সময় তাদের রোঁয়া ওঠা ঘাড়ে
সন্ধ্যের দাগ লেগে থাকে।

আমি 'বাহাদুর, বাহাদুর' ব'লে ডাক দিতেই
রোঁয়াগুলো জোনাকি হয়ে
ঘরের ভেতর উড়তে থাকে।

প্রতি রাতে তাদের জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করি
আর ঘুম হয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

চুম্বন

তোমার বড়শি থেকে স্নিগ্ধতা বিচ্ছুরিত হয়।
প্রবল ঝড়ের দিকে হাই তোলা
রোমাঞ্চকর ভেবে
পাখিদের সংসার বিলি কাটতে থাকে।

কাটাকুটির খেলায় পিরামিডের ঘুম
নেশালাগা যুবতী হয়ে ওড়ে।
তাকে ডেকে ডেকে সারা হয়
জাঁহাবাজ বড়শির প্রেম- উপপ্রেম।

আমাদের ঘরবাড়ির ছাদ
পুতুলনাচের গানে নেচে ওঠে।

গানে গানে যে সিগারেট থাকে
তার ধোঁয়া গিলে নিচ্ছে
এক জোড়া মায়াবিনী ঠোঁট।

খনন

প্রতিটি রোমকূপ কেঁপে উঠছে প্রতিবারের ক্লিকে।
নিত্য তার আসা- যাওয়া, বুকের
পাশে গুঁজে নেওয়া সুদৃশ্য মোডেম।

হাত বাড়িয়ে যে পর্বতের চূড়া ছুঁতে পারি
তার পায়ের কাছে একজোড়া জুতো পড়ে আছে।
তারও পেটে মোজা গুঁজে দেওয়া।
তার স্মৃতি থেকে বেছে বেছে বরফের
গয়না বের করি।

সুদূর অতীত থেকে প্রাজ্ঞদের ভিড়;
রহস্যময় জালে বাঁধা মেয়েদের বিছা, রত্নহার
স্নানের জলের সাথে মিশে যাওয়া সুরভী দুপুর...

আমাদের রাস্তার বুক থেকে অন্ধকার
হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়ে আসে
তার রোমশ হাতে লাল ও নীল রঙের নখ

নখে নখে রক্তের দাগ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।

অন্ত্যেষ্টি

শব- বাহকদের স্থির চোখগুলি রাস্তার পিঠ থেকে
ফুল সরিয়ে দেয়।

মৃত ফুল ও জলের গ্লাসই শুধু পড়ে আছে।

এখানে ধূপের গন্ধবৃষ্টি চক্রাকারে
মেঘ ও জলের নিশানা নিয়ে
ভেসে আছে।

ভেসে ভেসে অন্তিমের চিহ্নটুকু
সরল রঙের একটি ধোঁয়া সৃষ্টি করে

ধোঁয়া
যার কোন আলাদা চিহ্ন নেই।

সুপ্রভাত

এখানে অনেক লজেন্স, মিষ্টিপান, হরেক খেলনার দোকান।
তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময়
অনুরোধ ও মোরগ- লড়াইকে
একই মনে হত...

মেজাজ যেভাবে চড়ে
তার ভুলের যত্ন নিয়ে
একবার সিঁড়ি চড়তে চেয়েছিলাম...

পায়ের নিচের থেকে অনেকের দূরত্ব- মাপা- পথ
বালুকণায় চিকচিক করে।

জলের গল্প উড়িয়ে
প্রতিবারের চায়ের কাপ
ফালতু একটি সকাল নিয়ে আসে।

রঙ পেনসিল

গায়ে দাগ লেগে আছে এমন ভাবে
চারপাশের লোকেরা আমার দিকে তাকায়।
রোদ ঘষে ঘষে পার্থিব প্রলাপগুলিকে আরও
চকচকে করে নিই।
তাদের জানলা খুলে উড়িয়ে দিই
রঙিন চশমা, কিছু ক্লোরফর্ম, জল আর টিনের সেপাই...

কেমন পা বাড়িয়ে বিছানা অবধি ঘর ঢুকে গেছে!
আমি তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।
জল পালটে দেবার গান গাইতে গাইতে কিছু মেঘ
প্রতিদিন
দিগন্তে খুটি পুতে রাখে।

রঙিন কাঁচ

নুয়ে পড়া চাঁদ আমাদের অগভীর মগজের ভেতর দিয়ে
হাঁটাহাঁটি করে।
তার ছায়াময় মুখ আমার স্বপ্নগুলিকে
কৌণিক করে তোলে আর, এখানেই
তুমি দেখতে পাবে, একটি ফেরারি দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী, যার নাম আমার জানা নেই,
আশির্বাদ জানানর পোশাকটি ছড়িয়ে দেয়
কোয়ান্টাম জুয়েলারির উপর।
তার এলোমেলো চুল লালচে- বেগুনী আগুন দেখছে।

আমরা বাতাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম, ভুলে যাওয়ার
মনোরম এক রাস্তা
এবং তেঁতো শতাব্দি পান করার পাত্র তুলে নিই।

দেখো, বিষ,
সে তার পায়ের ছাপ চাঁদের গায়েও রেখে গেছে,
বলে গেছে-

একে তুমি তোমার ল্যাপটপের স্ক্রিনে লাগিয়ে নিতে পার।

শর্টট্রিপ

গান গাইতে গাইতে সে তার মুখ খুলছিল, আর
তার হাতে লাল রঙের ড্রাগন ট্যাটু ফুটে উঠছিল।

একটি কুকুর শতাব্দির পকেট থকে চিৎকার করে উঠল।
একবার কুকুর, একবার ঈশ্বর।

পিঁজা হাটে যাওয়ার সময়
আমি আমার বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম
আমার ফাঁকা কবরের উপর একটা লাল দাগ টেনে
আমাকে মৃত ভেবে যেকন সময় চলে আসতে পারিস
ছিড়ে নিতে পারিস সুদৃশ্য গোলাপ
আমারই কবরের বাগান থেকে।

তারপর একটি কুকুর, শতাব্দির পকেট থেকে চিৎকার
করে ওঠে,
ঠিক সেই দিনটির মত,
আমার মৃত্যুর দিকে যেতে যেতে
আমি যেদিন বিদায় জানাতে ভুলে গেছিলাম।

কাক

প্রতিদিন একটি কাক এসে আমার জানলায় দাঁড়ায়
আমার আয়নার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে সময় কাটায়
ওর কালো রঙ আমার ঘড়িতে চকচক করে ওঠে,
আর বারবার চলে যাওয়া সময়ের শব্দ করে।

নিজের মেধায় বড় মুগ্ধতা বোধ করি।

আমার স্যামসাং আমাকে ডেকে আনে, আর
আমার সত্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।
আমি নিজেকে ফেসবুকে খুঁজে পাই...

এখানেও সেই কাক মাতব্বরি করে।

আমি ঘড়ির ভেতর, আয়নার ভেতর, স্যামসাঙ্গের ভেতর
বাস করি।
আর এ ঘড়ের প্রকৃত মালিক আসলে আমি নই
মালিক আসলে সেই কাক।

সংকেত

আমার পেছন পেছন একটি চার- চাকার রাত
বেড়িয়ে পড়ে। তার হাতের স্পর্শে
চাঁদ আরও ঘন, আরও উজ্জ্বল হয়।

আমাদের মফঃস্বলি স্টেশন
আলোআঁধারির ডান পা'য়
ঝিম মেরে বসে থাকে।
চেষ্টা করলেই স্টেশনের বাদাম- মানুষ
তার প্রাচীন দাঁড়িপাল্লায়
ট্রেনের আসা- যাওয়া বদলে দিতে পারে!

খোসা ছাড়াবার মত, আমি তার পকেট হাতড়ে
কিছু খুচরো তারা বের করতে পারি।
ছড়িয়ে দিতে পারি আকাশের নিরাবলম্ব ছাদের দিকে।
তাদেরই গাল বেয়ে
অন্ধকার গড়িয়ে পড়তে পারে।

সেই গড়িয়ে পড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
চার- চাকার রাত পুনরায় রজঃস্বলা হতে পারে।
হয়।

এভাবেই
আমাদের গান শুরু হয়।
আমাদের শবযাত্রার গান
লেখা হয়
আমাদেরই চিতার কালিতে।

নায়িকা

আমি যাকে ডাকতে চাই, সে
আরো দূরে চলে যায়।
রোদের মত দেখতে হলেও

তাকে ফুল ও ফলের দোকানগুলির মধ্য দিয়ে
এক একদিন হেঁটে যেতে দেখি।
রঙ চটে যাওয়া ঘড়ের দেয়াল

আর জামার দাগে লেগে থাকা
শ্যাওলারা খুব ভাল করেই জানে-
সে আসলে অন্য কারো ডাক শোনার অপেক্ষায়

আমার কবিতায় এসে প্রতিদিন ঘুরঘুর করে।